ভর্তি সমস্যা চরমে

সিটের অভাবে ৫০ হাজার ছাত্র এবার উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে না

।। খায়রুল আনোয়ার মুকুল ।।

ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এ বছর আসনের অভাবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।

১৯৮৪-৮৫ সেশনে প্রায় ৭০ হাজার শিক্ষার্থীর অনার্স, ডাক্তারী, কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ার যোগ্যতা রয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট আসন সংখ্যা ২০ হাজার। ফলে ৫০ হাজার শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষার দুয়ার হতে বাধ্য হয়েই বিদায় নিতে হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে ১৯৮৪ সালে চারটি শিক্ষা বোর্ড হতে মোট এক লাখ এক হাজার ৫৬১ জন ছাত্র-ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। গত শিক্ষাবর্ষে এ সংখ্যা ছিল ৫৫ হাজার ১০৪ জন। অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এবার কৃতকার্য ছাত্র বৃদ্ধির হার ৮৪ দশমিক তিন শূন্য ভাগ। এর মাঝে শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা হচ্ছে ৫৪ হাজার ২২ জন।

উল্লিখিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর তুলনায় প্রতিষ্ঠানসমূহের আসন সংখ্যা মোটামুটি এ রকম: আটটি মেডিক্যাল কলেজে—১২শ, একটি ডেন্টাল কলেজে—৫৫টি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে—৫৬০টি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে—৪৮৫টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে—২৫০০টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে—২৩০০টি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে—১৫০০টি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে—৪১০টি, তিনটি প্রকৌশল কলেজে—৫৪০টি, দুইটি কৃষি কলেজে—১৬০টি, টেক্সটাইল কলেজে—৫০টি এবং লেদার টেকনোলজি কলেজে—৭০টি। এগুলোর মোট আসন সংখ্যা ৯ হাজার ৭৮০টি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ ও কলেজ স্তরে অনার্স শ্রেণীর আসন রয়েছে ১০ হাজারের মত।

কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এবারের ছাত্র ভর্তি সম্পর্কিত উদাহরণ সামগ্রিক ভর্তি সমস্যার সংকট প্রমাণ করবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল ১১ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে, এখানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্যে ন্যূনতম যে নম্বর বেঁধে দেয়া হয় সে (শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ভর্তি সমস্যা চরমে

(প্রথম পৃঃ পর)

অনুযায়ীই মোট ৫৬০টি আসনের জন্যে আট হাজার ৩০২টি আবেদনপত্র জমা পড়ে।

মেডিক্যাল কলেজগুলোর ভর্তি পরীক্ষা গত নবেম্বরে অনুষ্ঠিত হলেও এখনও তার ফল প্রকাশ করা হয়নি। আটটি মেডিক্যাল কলেজে মোট ১২শ সীট রয়েছে। প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে পৃথক ভাবে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে প্রায় চার হাজারের ওপর প্রার্থী ছিলেন, দেশের একটি মাত্র ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা ৪ঠা জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মাত্র ৫৫টি আসনে ১৮শ প্রার্থী পরীক্ষা দেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি সেশনে ১১টি বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্সে মাত্র ৪১০টি আসনের জন্যে ২৭ হাজার ৮৮৫টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। গত বছর ৩৪৭টি আসনে এ সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার। এবার মাত্র ৬৩টি আসন বাড়লেও প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। ভর্তি পরীক্ষা ১০ই জানুয়ারী থেকে ২১শে জানুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার অনার্স ক্লাসে আড়াই হাজার আসনের জন্যে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা ২৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। গতবার প্রার্থীর সংখ্যা ছিল সাড়ে ১৩ হাজারের মত। সীট কিছু বাড়ানো হলেও ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা দুইগুণের বেশি বেড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩শে জানুয়ারী হতে ২৬শে জানুয়ারী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ভর্তির আবেদনপত্র চাওয়া হয়নি। তবে গত বছর এ ভার্সিটিতে ৪৮৫টি আসনে ২৩ হাজার প্রার্থী ছিলেন। সঙ্গত কারণেই প্রার্থীর সংখ্যা এবার আরও বাড়বে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা যায়, গত কয়েক বছরে দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় হতে আসনের অভাবে এক লাখ ৮ হাজার শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছেন। চলতি বছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দেড় লাখ ছাড়িয়ে যাবে।

কারিগরি, পেশাগত ও অন্যান্য বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্বিক পরিস্থিতি আরও করুণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে বর্তমানে ১০টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে আসন সংখ্যা মাত্র তিন হাজার। অথচ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে মাধ্যমিক স্তরে ৭০ হাজার প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকের আশু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

বিগত বছরগুলোতে ছাত্রছাত্রী এবং কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কিন্তু বাড়েনি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এর আসন সংখ্যা। আর তাই প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা। ভর্তির ফরম আজ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সোনার হরিণ। যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট করেও ভর্তিচ্ছুরা ভর্তির বিষয়ে উদ্বিগ্ন আর তাদের অভিভাবকেরা উৎকণ্ঠিত। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে বোর্ডের মেধাতালিকায় স্থান লাভকারী অনেক ছাত্রছাত্রীই ঈপ্সিত বিষয় বা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছেন না। যেমন এবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় উত্তীর্ণ এবং স্টার নম্বর পাওয়া বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বাদ পড়েছেন। ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষাকে এখন 'ভাগ্য পরীক্ষা' বলেই মনে করেন।

শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহল আশংকা প্রকাশ করেছেন যে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ—এ দুইয়ে মিলে আগামী দিনগুলোতে এ সমস্যা ভয়াবহরূপ ধারণ করবে। তাঁরা আরও মনে করেন, ভবিষ্যতে এ সমস্যা শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তা দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকেও মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করবে।